উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ৩১ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ || ১৬ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ১১.০০ টা
স্থান : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রধান কার্যালয় (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা **পরিশিষ্ট "ক"**

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় ২২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সভায় কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অতপর: সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডিএনসিসি'তে সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাগণকে উপস্থিত সকল কাউন্সিলরদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এ পর্যায়ে তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

আলোচ্যসূচি-১	:	**ডিএনসিসি'র ৪৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হেলাল উদ্দিন এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	ডিএনসিসি'র ৪৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হেলাল উদ্দিন গত ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি .... রাজিউন)। তার মৃত্যুতে মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও ডিএনসিসি'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শোক প্রস্তাব পেশ করা হয়। সভায় সদ্য প্রয়াত ৪৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হেলাল উদ্দিন এর স্মরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অতপর: ৫২ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর সদ্য প্রয়াত ৪৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব হেলাল উদ্দিন এর রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন।
সিদ্ধান্ত	:	শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-২	:	বিগত ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ৩২তম বিশেষ কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে
আলোচনা	:	বিগত ১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত ৩২তম বিশেষ কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	৩২তম বিশেষ কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**৩২তম বিশেষ কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি**
আলোচনা	:	সভায় ৩২তম বিশেষ কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	৩২তম বিশেষ কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন।**
আলোচনা	:	মাননীয় মেয়র সভাকে জানান, আলোচনার সুবিধার্থে ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ণের লক্ষে আলোচ্যসূচি ৪, ৫ ও ৭ একত্রে আলোচনা করা হবে। সভায় জানানো হয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী যথাযথভাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে ডিএনসিসি'র করণীয় বিষয়ক প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

মাননীয় মেয়র, ডিএনসিসি	উপদেষ্টা
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সভাপতি
সচিব, ডিএনসিসি	সদস্য
প্রধান প্রকৌশলী, ডিএনসিসি	সদস্য
প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সদস্য
প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সদস্য
প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ডিএনসিসি	সদস্য
আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ডিএনসিসি	সদস্য
খন্দকার মাহবুব আলম, ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পুর সার্কেল, ডিএনসিসি	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি বা কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করে নিতে পারবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পালনযোগ্য সম্ভাব্য কর্মসূচি সভায় সকলকে অবহিত করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সদস্যবৃন্দ গৃহীত কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে পালনের জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	কর্মসূচি	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	আগামী ১৭ মার্চ ২০২০, বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিনে "বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল স্পিচ" অনুষ্ঠান আয়োজন করা।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ১৭ মার্চ ২০২০, বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিনে মহান জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় "বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল স্পিচ" অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিদেশী রাষ্ট্র/সরকার প্রধান, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্য, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, বিশিষ্ট নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।
২.	সিটিজেন অ্যাপ "সবার ঢাকা"	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন বাস্তবায়নে, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের নিমিত্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের জন্য তৈরী করা হচ্ছে সিটিজেন অ্যাপ **"সবার ঢাকা"**। এ অ্যাপটির মাধ্যমে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত সেবা খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। অ্যাপটির মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের এলাকার রাস্তা, মশক, সড়ক বাতি, আবর্জনা, জলাবদ্ধতা, পাবলিক টয়লেট, নর্দমা ও অবৈধ স্থাপনা- এই আটটি বিষয়ে মতামত সরাসরি সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কাউন্সিলরদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন। যে কোন নাগরিক মোবাইলে ছবি তুলে সমস্যা উল্লেখ করে প্রেরণ করার সাথে সাথে সমস্যাটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ড্যাশবোর্ডে চলে যাবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে বিষয়টি মনিটরিং করতে পারবেন। উক্ত সমস্যা বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিককে জানানো যাবে। এছাড়াও অ্যাপটিতে থাকছে জাতীয় জরুরি হেল্পলাইন তথা ৯৯৯ এ কল করার অপশন, ওয়ার্ড কাউন্সিলরের তথ্য, বিভাগীয় প্রধানের তথ্য, ডিএনসিসির আঞ্চলিক কার্যালয়ের ম্যাপসহ ঠিকানা ও গুরুত্বপূর্ণ ফর্মসমূহ। এর মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন নোটিশ ও খবর জানাতে পারবেন এবং "আজকের ঢাকা" ফিচার মডিউলের মাধ্যমে নগরবাসীরা জানতে পারবেন ঢাকায় চলমান ইভেন্টসমূহের খবর। অ্যাপটিতে আরো আছে জরুরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বার্তা হটলাইন সুবিধা যার মাধ্যমে যে কোনো দুর্যোগের খবর খুব সহজে পৌঁছে যাবে নগরবাসীর হাতে। অ্যাপটিতে নিকটস্থ হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন, বাসস্টপ,

		ফায়ার সার্ভিস, এটিএম বুথসহ জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ঠিকানাসহ লোকেশন ও নির্দেশনা থাকবে। যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীগণ খুব সহজে আশেপাশের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে যেতে পারবেন। এছাড়াও নাগরিকদের তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক অ্যাপের লিংক দেয়া থাকবে। ডিজিটাল এই অ্যাপটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো নগরবাসীর জীবন-যাত্রার মান সহজ করে একটি সুস্থ, সচল এবং আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলা। তাই নিকট ভবিষ্যতে এই অ্যাপটিতে যুক্ত হবে আরো অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য যা নাগরিকদের সাথে সিটি কর্পোরেশনের সংযোগ স্থাপন করে দাপ্তরিক কাজকে দ্রুততর ও কার্যকরী করে তুলবে।
৩.	ফ্যাসাড (Facade) লাইটিংয়ের মাধ্যমে ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থাপনা আলোকিতকরণ	ফ্যাসাড (Facade) হলো একটি ফার্সি শব্দ। যার অর্থ কোন বস্তু বা স্থাপনার সম্মুখ ভাগ। ফ্যাসাড লাইটিং হলো কোন স্থাপনার বাহিরের দিকে নান্দনিকভাবে আলোকিতকরণ। এটি নগরবাসী ও দর্শনার্থীদের ঐ স্থাপনা ও সময়কে ঘিরে একটি দীর্ঘ মেয়াদী ছাপ (Impression) তৈরি করবে। এটি যেকোন স্থাপনা/ঐতিহ্য কে আরও বেশি উদ্দীপনাময় ও আকৃষ্ট করে তোলে। এই লাইটিং মানসিক প্রশান্তির/সুখানুভূতির একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম।
৪.	কাউন্টডাউন ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন	জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কাউন্টডাউন ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে। স্থান নির্ধারণ ও ডিসপ্লে বোর্ড ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫.	লেজার শো ও ফায়ার ওয়ার্কস	হাতিরঝিলে পানির মাঝে রঙিন আলোর বিচ্ছুরণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ফুটিয়ে তোলা হবে।
৬.	বৃক্ষরোপন কর্মসূচি	জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রে বিশেষ সড়ক/পার্কে ১০০টি বৃক্ষ রোপন করা হবে।
৭.	বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বিষয়ক দেয়াল চিত্রণ	জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডিএনসিসি'র প্রতিটি অঞ্চলে কমপক্ষে ০১ টি দেয়ালে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বিষয়ক দেয়াল চিত্রণ করা হবে।
৮.	বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চ স্থাপন	মুজিব বর্ষে উত্তরা রবীন্দ্র স্বরণীতে "বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চ" স্থাপন করা হবে।
৯.	"মুজিব সরণী" নামকরণ	মুজিব বর্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একটি বিশেষ সড়ক " মুজিব সরণী" নামকরণ।
১০.	সড়ক মিডিয়ান/সড়কদ্বীপ আলোকসজ্জা ও সৌন্দর্য বর্ধন	মুজিব বর্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন সড়ক মিডিয়ান/সড়কদ্বীপ আলোকসজ্জা করা হবে। এ ছাড়াও বিজয় সরণী এলাকাসহ সমগ্র ডিএনসিসি এলাকায় সবুজায়ন, ফুলের গাছ লাগানোসহ নানা ধরণের সৌন্দর্যবর্ধনমূলক কর্মসূচি পালন করা হবে।
১১.	অঞ্চল ভিত্তিক "সেবা মেলা" আয়োজন	জন্মশতবার্ষিকীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি অঞ্চলে "সেবা মেলা"র আয়োজন করা হবে। সেবা মেলায় জনসাধারণকে নিম্নরূপ বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হবে : ১. রাজস্ব সেবা সুবিধা ২. ট্রেড লাইসেন্স সুবিধা ৩. জন্ম নিবন্ধন সনদ সুবিধা ৪. অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক সেবা ৫. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সেবা
১২.	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে রোড মার্কিং যন্ত্র	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রোড মার্কিং যন্ত্র সংযোজনের মাধ্যমে

			সংযোজন করা।	সড়ক নিরাপত্তা ও নির্দেশনা সহায়ক তথ্য নির্বাচিত সড়কসমূহে অধিকতর সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হবে। ক্রয় প্রক্রিয়াধীন যন্ত্রটি আগামী মে-২০২০খ্রি. এর মধ্যে ডিএনসিসি'র বহরে যুক্ত হতে যাচ্ছে।
		১৩.	জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাজে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসচেতনতামূলক মতবিনিময় আলোচনা সভার আয়োজন করা ও সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) সমূহে অঞ্চল ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। বিশেষ পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ডিএনসিসি'র কেন্দ্রীয় পর্যায়ে র‍্যালি, মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করাসহ প্রতিটি ওয়ার্ডের বর্জ্য ফেলার স্থান (ডাম্পিং স্পট, এসটিএস) সমূহে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহার করা। এছাড়াও পঁচনশীল ও অপঁচনশীল বর্জ্য আলদাভাবে সংরক্ষণের অভ্যাস গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
		১৪.	রচনা/চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন	মুজিব বর্ষে ডিএনসিসি'র প্রতিটি অঞ্চলে শিশু/কিশোরদের অংশগ্রহণে রচনা/চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
		১৫.	রক্তদান কর্মসূচি, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন, এ্যাম্বুলেন্স ও মরচুয়ারী ভ্যান সুবিধা	মুজিব বর্ষে ডিএনসিসি'র প্রতিটি অঞ্চলে রক্তদান কর্মসূচি, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা হবে এবং ডিএনসিসি'র পক্ষ থেকে হ্রাসকৃত মূল্যে এ্যাম্বুলেন্স ও বিনামূল্যে মরচুরয়ারী ভ্যান সুবিধা প্রদান করা হবে।
		১৬.	DAMFA'র মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন	মুজিব বর্ষে ডিএনসিসি'র প্রতিটি অঞ্চলে DAMFA'র মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।
		১৭.	অডিও ভিজ্যুয়াল তৈরি	মুজিব বর্ষে ডিএনসিসি'র বিভিন্ন সেবা নিয়ে অডিও (Audio) ভিজ্যুয়াল তৈরি করে ব্যাপক প্রচার করা হবে।

সভাপতি সভাকে জানান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি জানান, এ উপলক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্র এলাকা Event Management এর মাধ্যমে বছরব্যাপী সজ্জিত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালেখ্য নিয়ে Memorial Speech অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পালনের ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি এ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ, বিশ্ব বরেণ্য নেতৃবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশ্বখ্যাত সেলিব্রিটিগণ, সামরিক-বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করবেন মর্মে সভায় অবহিত করেন।

মাননীয় মেয়র আরো জানান, ডিএনসিসি'র পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া হতে মশাল জ্বালিয়ে দেশের সকল জেলা ঘুরে ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে একটি দেশব্যাপি মশাল প্রজ্জলন কর্মসূচি গ্রহণেরও প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত	:	১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। ২. এ উপলক্ষে প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. এ উপলক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্র এলাকা Event Management এর মাধ্যমে বছরব্যাপী সজ্জিত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. এ ছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালেখ্য নিয়ে Memorial Speech অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পালনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫. ডিএনসিসি'র পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া হতে মশাল জ্বালিয়ে দেশের সকল জেলা ঘুরে ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে একটি দেশব্যাপি মশাল প্রজ্জলন কর্মসূচি গ্রহণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬. প্রতিটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পৃথক পৃথক কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	১. কেন্দ্রীয় কমিটি ২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি

আলোচ্যসূচি-৫	:	**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন।**
আলোচনা	:	আলোচ্যসূচি ৪ এর মধ্যে সমন্বিতভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত	:	--
বাস্তবায়ন	:	--

আলোচ্যসূচি-৬	:	**"খসড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৯" অনুমোদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	সভায় প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা উপস্থাপন করেন যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসা-বাড়ির বেসরকারি বর্জ্য সংগ্রহ, ওয়ার্ড ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অন্তর্বর্তীকালীন পরিশোধন, চূড়ান্ত পরিত্যাজন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং জাইকার ২০১৮-২০৩২ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাইকার প্রতিনিধিগণের সহযোগিতায় প্রস্তুতকৃত "খসড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৯" (WMD Directive) চূড়ান্ত করণের নিমিত্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন এর সভাপতিত্বে গত ০৬/০৩/২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা পর্যালোচনার পর খসড়া নির্দেশিকাটি কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই আলোকে "খসড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৯" (বাংলা ও ইংরেজী) অনুমোদনের জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব মোঃ কাজী টিপু সুলতান ও সংরক্ষিত আসন-১ এর কাউন্সিলর জনাব শাহনাজ পারভীন বাসাবাড়ী হতে বর্জ্য সংগ্রহকারী ঠিকাদারদের অনুমোদন দেয়ার সময় কাউন্সিলরদের সুপারিশ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। উপস্থিত অন্যান্য কাউন্সিলরগণ এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	উপস্থাপিত "খসড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৯" (বাংলা ও ইংরেজী) যাচাই পূর্বক একটি সংক্ষিতসারসহ মতামত প্রদানের নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সভাপতি
কমডোর এম. মঞ্জুর হোসেন, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ডিএনসিসি	সদস্য সচিব
সভাপতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	সদস্য
ডা: জিন্নাত আলী, কাউন্সিলর, ১৭ নং ওয়ার্ড, ডিএনসিসি	সদস্য
জনাব শাহনাজ পারভীন, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-১	সদস্য
ড. তারিক বিন ইউসুফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল এবং প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ (অ.দা.)	সদস্য

বাস্তবায়ন	:	গঠিত কমিটি

আলোচ্যসূচি-৭	:	**বিজয় স্মরণীতে বিউটিফিকেশন।**
আলোচনা	:	আলোচ্যসূচি ৪ এর মধ্যে সমন্বিতভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত	:	--
বাস্তবায়ন	:	--

আলোচ্যসূচি-৮	:	**সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের মাসিক কার্যালয় ভাড়া পুনঃ নির্ধারণ করা সংক্রান্ত।**
আলোচনা	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, সিটি কর্পোরেশন (কাউন্সিল ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব কার্যাবলী ও সুযোগ-সুবিধা) বিধিমালা, ২০১২ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) অনুযায়ী সকল সিটি কর্পোরেশনে কাউন্সিলরগণ বর্তমানে প্রতি মাসে ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা হারে কার্যালয় ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হন। উক্ত ভাতা পুনঃ নির্ধারণের বিষয়ে হিসাব বিভাগের মতামত নিম্নরূপঃ ১. স্থানীয় সরকার বিভাগ স্মারক নং-৪৬.০৭০.৩৫.০০০০.০২৮.২০১১-৩০৩৩ তারিখ ২৫/০৮/২০১১ অনুসারে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরগণের কার্যালয় ভাড়া ৮,০০০/-(আট হাজার) নির্ধারণ করা হয়। ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ স্মারক নং-৪৬.০৭০.০৩৫.০০.০০.০২৮.১১/৯৭ তারিখ ১৭/০১/২০১১খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং ক্রমিকের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন/রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন/খুলনা সিটি কর্পোরেশন/বরিশাল সিটি কর্পোরেশন/কুমিল্লাসিটি কর্পোরেশন/রংপুর সিটি কর্পোরেশন/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন মাসিক কার্যালয় ভাড়া ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়।

		৩. বাংলাদেশ গেজেট ১০/০৯/২০১২খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এস আর ও নং-৩১১ আইন/২০১২ মোতাবেক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ প্রতিমাসে ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা হারে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন/রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন/খুলনা সিটি কর্পোরেশন/ বরিশাল সিটি কর্পোরেশন/কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন/রংপুর সিটি কর্পোরেশন/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন মাসিক কার্যালয় ভাড়া ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা হারে নির্ধারণ করা হয়েছে। কাউন্সিলরগণ ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের এ সুযোগ সুবিধা বিধিমালা-২০১২ সর্বশেষ সংশোধনীসহ সকল সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের মাসিক কার্যালয় ভাড়া ভাতা ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়; যা অব্যাহত আছে। এ প্রসংগে আলোচনায় অংশ নিয়ে সম্মানিত কাউন্সিলরগণ বলেন, ঢাকা মহানগরীতে বর্তমান সময়ে ৮,০০০/- ভাড়ায় কোন কার্যালয় ভাড়া পাওয়া যায় না। এ অবস্থায়, কাউন্সিলরগণের কার্যালয় ভাড়া বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ করার জন্য উপস্থিত কাউন্সিলরগণ অনুরোধ জানান।
সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের কার্যালয় ভাড়া আপ্যায়নভাতাসহ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা পুন:নির্ধারণের প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯	:	**রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তর প্রসংগে।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অনুকূলে হস্তান্তরের আবেদন ও অঙ্গীকারনামা দাখিল করেছেন। আবেদনকারীগণ আবেদনে জানান, তাঁরা ঢাকাস্থ মাটিকাটা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। যাতায়াতের সুবিধার জন্য তাঁদের মালিকানাধীন নিম্নবর্ণিত জায়গার মালিকানা রাস্তা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তর করেছেন। অদ্য হতে হস্তান্তরিত জায়গার স্থায়ী মালিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। উক্ত স্থানে ডিএনসিসি কর্তৃক উন্নয়ন করা হলে তাঁরা বা তাঁদের ওয়ারিশগণ কোন ওজর আপত্তি বা মালিকানা দাবী করবেন না কিংবা করলেও সর্বআদালতে অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে মর্মে অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ পূর্বক স্বাক্ষর করেছেন। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভায় জানান, সরেজমিনে তদন্ত ও সিটি জরিপ নকশা অনুযায়ী পরিমাপ করে দেখা যায়, রাস্তা উন্নয়নের লক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বরাবর হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত রাস্তাটি ঢাকাস্থ মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, ওয়ার্ড নং-১৫, সিটি জরিপে জোয়ারসাহারা মৌজায় অবস্থিত। প্রস্তাবিত হস্তান্তরিত রাস্তার ভূমির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রম	হস্তান্তরকারীর নাম ও ঠিকানা	মৌজার নাম	আর. এস দাগ নং	মহানগর দাগ নং	হস্তান্তরিত ভূমির পরিমান (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ)=বর্গফুট
০১	মোঃ আলী আনসারী পিতাঃ মোঃ আকরাম হোসেন ৫৯/৫-বি, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।	জোয়ার সাহারা	৯৫১	৪৪৪৬৮	৩৯´x৬´=২৩৪
০২	মোঃ আকতারুজ্জামান পিতাঃ মোঃ মোঃ সামসুল হক হাওলাদার ৫৮/৩, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট ঢাকা-১২০৬।		৫২৭	৪৪৪৬৪	৪৫´x৬´=২৭০
০৩	মিসেস কোহিনুর বেগম স্বামীঃ মোঃ এনায়েত হোসেন ৫৮/৩-ক, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৫১	৪৪৪৬৫	৩৬´x১২´=৪৩২
০৪	সিরাজুল ইসলাম পিতাঃ ইসলাম খান ৫৯/৪-এ-১, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৫১	৪৪৪৬৬	৩৭´-৬´´x১২´=৪৫০
০৫	মোঃ আবু জাফর পিতাঃ মৃত-বাহার আলী হাওলাদার		৯৫১	৪৪৪৬৬	৩৪´x১২´=৪০৮

	১২৩/১-ডি, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।				
০৬	আবদুল খালেক চৌধুরী গং পিতাঃ মৃত- সামসুল হক চৌধুরী ১২৩/১-সি, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৫১	৪১৮৯৬	১৭´×১২´=২০৪
০৭	মোঃ আমানত হোসেন গং পিতাঃ হাজী আঃ খালেক বেপারী ১২৩/১-সি, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৫১ ৯৬৪	৪১৮৯৬	৪০´×১২´=৪৮০
০৮	মোঃ জালাল উদ্দিন পিতাঃ মোঃ আবুল হাসেম ১২৩/১-ডি, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৬৪	৪১৮৯৬	৩১´×১২´=৩৭২
০৯	আ.স.ম. আবুল বাশার পিতাঃ মৃত-হাচেন উদ্দিন শেখ ১২৩/১-এফ, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৬৩	৪২৩২৫	২৮´×২´=৫৬
১০	এ.এফ.এম. ওয়াজিউল্যা পিতাঃ আব্দুল আজিজ খান ১২৩/১-বি, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।	জোয়ার সাহারা	৯৬৪	৪১৮৯৫	২৮´×১০´=২৮০
১১	মোঃ কামরুজ্জামান পিতাঃ নুরুজ্জামান ১২৫/৪, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৬৪	৪১৮৯২	৩৮´×১২´=৪৫৬
১২	আছাদুজ্জামান পিতাঃ নুরুজ্জামান ৫২৫, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৬৪	৪১৮৯২	৬২´-৫´´×১২´=৭৫০
১৩	হাসিনা সুলতানা স্বামীঃ ইঞ্জিঃ মোঃ মোস্তাফা কামাল ৫২৫, মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬।		৯৬৪	৪১৮৯২	৩৪´×১২´=৪০৮
সর্বমোট=					**৪৮০০ বর্গফুট**

সর্বমোট = ৪৮০০ বর্গফুট বা ০.১১০১ একর।

১৫ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব সালেক মোল্লা বলেন, রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অনুকূলে হস্তান্তরের আবেদনে কাউন্সিলরদের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আনিসুর রহমান নাঈম বলেন, তার এলাকায় ১৪ফিট প্রসস্থ একটি রাস্তাকে এলাকার জনগণকে সাথে নিয়ে ২০ ফিট চওড়া করা হয়েছে। কিন্তু একজন লোকের জন্য এলাকার জনগন রাস্তার সুফল ভোগ করতে পারছেনা। তিনি বলেন রাস্তা প্রসস্থ করণে কাউন্সিলরগণ শক্তিশালী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছেনা। তিনি এলাকার জনগণের স্বার্থে গ্রাম আদালতের আদলে কাউন্সিলরদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত :

১. জটিলতা পরিহারের লক্ষে রাস্তার জমি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অনুকূলে হস্তান্তরের আবেদনে সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরের সুপারিশসহ দাখিল সাপেক্ষে সর্বশেষ জরিপ তফসিল ও নকশায় সীমানা চিহ্নিত করণ, জমির পরিমাণ, জমির মালিকানার স্বপক্ষে দলিল যাচাই পূর্বক রাস্তার মালিকানা গ্রহণ করে স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর অবহিতকরণ পত্র প্রেরণ করার প্রস্তাব করা হয়।
২. জনগণের স্বার্থে গ্রাম আদালতের আদলে কাউন্সিলরদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন : প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১০	:	**কারওয়ান বাজার এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে পুলিশ ব্যবস্থা বৃদ্ধিকল্পে অস্থায়ী পুলিশ ফাড়ি স্থাপনের অনুমতি প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, গত ২৬/০৯/২০১৯ ইং তারিখে কাওরান বাজার এলাকায় ডিএনসিসি'র মালিকানাধীন রাস্তা, ফুটপাত ও ভূমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত উচ্ছেদে কাওরান বাজারস্থিত ডিএনসিসি'র মালিকানাধীন ১নং মার্কেট সংলগ্ন জমির উপর নির্মিত ৩ তলা বিশিষ্ট ভবনটিকে অবৈধ দখলমুক্ত করে কর্পোরেশনের দখলে নেয়া হয়। বর্ণিত ভবনটি ডিএনসিসি'র অঞ্চল-৫ এর বর্ধিতাংশ হিসেবে নামকরণের বিষয়টি আলোচনা হয়। তিনি আরো জানান, কাওরান বাজার এলাকার আইন শৃঙ্খলা তথা সর্বসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভবনের কিয়দংশ পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের সাময়িক অনুমতি প্রদানের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তেজগাঁও গত ২৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেন। সভাপতি জানান যে, এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। তিনি অনেক পূর্ব থেকেই কাওরান বাজারে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের অনুরোধ করেছিলেন। উক্ত ভবনের কিয়দংশ পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে সাময়িক ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ও অনুরোধ জানিয়েছেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। উপস্থিত সকল কাউন্সিলর এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। উক্ত ভবনের ৩টি ফ্লোরের মধ্যে নীচ তলা ও দ্বিতীয় তলা পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে শর্তসাপেক্ষে সাময়িক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে মর্মে কাউন্সিলরগণ মতামত ব্যক্ত করেন। বিদ্যুৎ বিল, পানির বিলসহ সকল বিল পুলিশ বিভাগ পরিশোধ করবে। ভবনটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামে করার বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়। মাসিক ৫,০০০/- টাকা নামমাত্র ভাড়া পরিশোধের প্রস্তাব দেয়া হলে উপস্থিত সকল কাউন্সিলরগণ এ বিষয়ে একমত পোষন করেন। তৃতীয় তলা ডিএনসিসি ব্যবহার করবে।
সিদ্ধান্ত	:	১. মাসিক ৫,০০০/- টাকা নামমাত্র ভাড়া পরিশোধের শর্তে ভবনটির নীচ তলা ও দ্বিতীয় তলা সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত অংশের বিদ্যুৎ বিল, পানির বিলসহ অন্যান্য সকল বিল পুলিশ বিভাগ পরিশোধ করবে। ৩. অবৈধ দখলমুক্ত ভবনটিতে ''ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, অঞ্চল-৫ এর বর্ধিতাংশ'' সাইন বোর্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. ভবনটিতে মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামে পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	১. প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ২. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ৩. সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), অঞ্চল-৫, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১১	:	**সম্পত্তি বিভাগের উচ্ছেদ শ্রমিকদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান সংক্রান্ত**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিভাগে কর্মরত উচ্ছেদ শ্রমিকগণ দৈনিক মজুরি ভিত্তিক (কাজ করলে মজুরী না করলে নেই) কর্মচারী হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভূমি/রাস্তা/ফুটপাত হতে অবৈধ স্থাপনাসমূহ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে আসছে। উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা নিঃসন্দেহে একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। যে কোন সময় হতাহতের ঘটনা ঘটতে পারে। প্রায়শই উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে উচ্ছেদ শ্রমিকগণ হাত, পা, মচকে/কেটে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ব্যাথা পেয়ে থাকেন। ফলে তাদের বেতনের সিংহভাগই চিকিৎসা বাবদ খরচ হয়ে যায়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উচ্ছেদ শ্রমিকগণের অনুকূলে চিকিৎসা বাবদ কোন ভাতা বরাদ্দ নেই মর্মে আবেদনে জানান। ফলে তাদের অতিকষ্টে ঝুঁকিতে জীবন যাপন করতে হয়। প্রতি মাসে ২,০০০/- হাজার টাকা চিকিৎসা ভাতা বাবদ প্রদান করা হলে এরুপ সমস্যা হতে মুক্তি পাওয়া যাবে মর্মে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
সিদ্ধান্ত	:	অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র মোতাবেক অদক্ষ শ্রমিকদের নির্ধারিত দৈনিক মজুরি ব্যতিত অন্য কোন ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	১। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১২	:	**সবার ঢাকা অ্যাপ উদ্বোধন।**
আলোচনা	:	সিস্টেম এনালিস্ট সভাকে অবহিত করেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য নিয়েছেন যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। যেখানে ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ এর অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ

		এবং সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "ডিজিটাল বাংলাদেশ" স্বপ্ন বাস্তবায়নে মেয়র মহোদয়ের নির্দেশে ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদানের নিমিত্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে সিটিজেন অ্যাপ **"সবার ঢাকা"**। এ অ্যাপটির মাধ্যমে নগরবাসী সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত সেবা খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। অ্যাপটি নাগরিক ও সিটি কর্পোরেশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনকরতঃ এলাকাবাসীর নানাবিধ প্রাত্যহিক সমস্যা সমাধানে আরোও সহজ ও গতিশীল করবে। অ্যাপটির মাধ্যমে নাগরিকগণ তাদের এলাকার রাস্তা, মশক, সড়ক বাতি, আবর্জনা, জলাবদ্ধতা, পাবলিক টয়লেট, নর্দমা ও অবৈধ স্থাপনা- এই আটটি বিষয়ে মতামত সরাসরি সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কাউন্সিলরদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন। যে কোন নাগরিক মোবাইলে ছবি তুলে সমস্যা উল্লেখ করে প্রেরণ করার সাথে সাথে সমস্যাটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ড্যাশবোর্ডে চলে যাবে। উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে বিষয়টি মনিটরিং করতে পারবেন। উক্ত সমস্যা বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিককে জানানো যাবে। এছাড়াও অ্যাপটির জরুরি সেবা অংশটিতে থাকছে জাতীয় জরুরি হেল্পলাইন তথা ৯৯৯ এ কল করার অপশন, 'ইমারজেন্সি এলার্ট' এবং বিভিন্ন সরকারী সেবা সংস্থার জরুরী নম্বরসমূহ। নগরবাসীদের সুবিধার্থে "সবার ঢাকা" অ্যাপে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তথ্যাদি যেমন বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলরের তথ্য, বিভাগীয় প্রধানের তথ্য, ডিএনসিসির আঞ্চলিক কার্যালয়ের ম্যাপসহ ঠিকানা ও গুরুত্বপূর্ণ ফর্মসহ জরুরি তথ্য পাওয়া যাবে। তথ্যের আদান প্রদানের সর্বোচ্চ সুবিধা উপভোগের জন্য অ্যাপটিতে আছে একটি ওয়েব স্ক্রলার। এই স্ক্রলারের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন তার নাগরিকদের বিভিন্ন নোটিশ ও খবর জানাতে পারবেন এবং "আজকের ঢাকা" ফিচার মডিউলের মাধ্যমে নগরবাসীরা জানতে পারবেন ঢাকায় চলমান ইভেন্টসমূহের খবর। অ্যাপটিতে আরো আছে জরুরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বার্তা হটলাইন সুবিধা যার মাধ্যমে যে কোনো দুর্যোগের খবর খুব সহজে পৌঁছে যাবে নগরবাসীর হাতে। অ্যাপটিতে নিকটস্থ হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন, বাসস্টপ, ফায়ার সার্ভিস, এটিএম বুথসহ জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ঠিকানাসহ লোকেশন ও নির্দেশনা থাকবে। যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীগণ খুব সহজে আশেপাশের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে যেতে পারবেন। এছাড়াও নাগরিকদের তথ্য সেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক অ্যাপের লিংক দেয়া থাকবে। ডিজিটাল এই অ্যাপটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো নগরবাসীর জীবন-যাত্রার মান সহজ করে একটি সুস্থ, সচল এবং আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলা। তাই নিকট ভবিষ্যতে এই অ্যাপটিতে যুক্ত হবে আরো অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য যা নাগরিকদের সাথে সিটি কর্পোরেশনের সংযোগ স্থাপন করে দাপ্তরিক কাজকে দ্রুততর ও কার্যকরী করে তুলবে এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের ডিজিটাল ওয়ালেটের সব সেবা প্রদান করতে পারবে। ফলশ্রুতিতে অ্যাপটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটালাইজেশনে ভূমিকা রাখবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবে। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাকে অবহিত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অ্যাপটির নাম **"সবার ঢাকা"** করার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে অ্যাপটি উদ্বোধন করানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর এ বিষয়ে একমত পোষন করেন।
সিদ্ধান্ত	:	ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করতে **"সবার ঢাকা"** অ্যাপটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সিস্টেমস এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১৩	:	**বেওয়ারিশ কুকুর ব্যবস্থাপনা**
আলোচনা	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, বেওয়ারিশ কুকুর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে Obhoyaronno Bangladesh Animal Welfare Foundation এর সঙ্গে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন Dog Population Management এর বিষয়ে স্বাক্ষরিত MoU এর মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত করা হয়েছিলো। বর্তমান পরিস্থিতিতে Dog Population Management সম্পর্কিত টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য MoU এর মেয়াদ পুনরায় ০১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিষয়টি অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলো। সভায় জানানো হয়, বেওয়ারিশ কুকুর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে Obhoyaronno Bangladesh Animal Welfare Foundation কাজ করছে। তারা কুকুর বন্ধ্যাকরণের জন্য প্রায় ১,৮২,০০০/- (এক লক্ষ বিরাশি হাজার) টাকার Vaccine দিয়েছে। উক্ত সংগঠনটিকে বাজেট না দিলে তারা নতুন কোন কাজ করতে পারছে না। কুকুর

		বন্ধ্যাকরণের জন্য বাজেট পাশ করার বিষয়ে সকলেকে মতামত প্রদানের অনুরোধ করা হয়। ১৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জিন্নাত আলী, Obhoyaronno Bangladesh প্রতিটি ওয়ার্ডের Dog Population Survey এবং কুকুর বন্ধ্যাকরণের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক Vaccine সহ অন্যান্য কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বা পরিকল্পনা রয়েছে তা জানতে চান। অন্যান্য কাউন্সিলরগণ সভায় জানান, সম্প্রতি ঢাকা শহরে বেওয়ারিশ কুকুরের উপদ্রব মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সহকারে এ বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	কুকুর বন্ধ্যাকরণের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় বাজেট অনুমোদন করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বেওয়ারিশ কুকুর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে Obhoyaronno Bangladesh Animal Welfare Foundation এর সাথে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক (০১.০১.২০১৯ খ্রি: হতে ৩১.১২.২০১৯ খ্রি: পর্যন্ত) সর্বসম্মতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	১. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ২. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১৪	:	**উত্তরা ৪ নং সেক্টর কবরস্থানের সংরক্ষিত এলাকায় দাফনকৃত মরহুমা তাসলিমা হক হিয়া এর কবরটি প্রতীকী মূল্যে সমাধিস্থল ২৫ বছরে মেয়াদে সংরক্ষণ সংক্রান্ত।**
আলোচনা	:	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, উত্তরা ৪ নং সেক্টর কবরস্থানের সংরক্ষিত এলাকায় দাফনকৃত মরহুমা তাসলিমা হক হিয়া এর কবরটি প্রতীকী মূল্যে ২৫ বছরে মেয়াদে সংরক্ষণের আবেদন আছে। যার বিস্তারিত তথ্য নিম্নে পেশ করা হলো।

ক্রম	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা	মৃত ব্যক্তির নাম, কবরস্থানের নাম ও দাফনের তারিখ	আবেদনের বিষয়বস্তু	মন্তব্য
১.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক (যুগ্মসচিব) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঠিকানাঃ বাড়ী-১৭, ওয়াজ উদ্দীন রোড, পশ্চিম ভাটারা, নতুন বাজার, বারিধারা, গুশশান-২, ঢাকা-১২১২। মোবাইল-০১৭২৬১১১৯২১।	মরহুমা তাসমিয়া হক হিয়া রেজি নং-২৮, বহি নং-১০৩, ক্রমিক নং-১০২২৮, উত্তরা ৪নং সেক্টর কবরস্থান। দাফনের তারিখ- ০৮/০৯/২০১৯খ্রিঃ।	সংরক্ষিত এলাকায় মরহুমা তাসমিয়া হক হিয়া এর কবরটি প্রতীকী মূল্যে সমাধিস্থল ২৫ বছর মেয়াদে সংরক্ষণের জন্য আবেদন করেছেন।	

উত্তরা ৪ নং সেক্টর কবরস্থানের সংরক্ষিত এলাকায় দাফনকৃত মরহুমা তাসলিমা হক হিয়া এর কবরটি প্রতীকী মূল্যে ২৫ বছরে মেয়াদে সংরক্ষণের অনুমতি প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত	:	উত্তরা ৪ নং সেক্টর কবরস্থানের সংরক্ষিত এলাকায় দাফনকৃত মরহুমা তাসলিমা হক হিয়া এর কবরটি প্রতীকী মূল্যে ২৫ বছরে মেয়াদে সংরক্ষণের অনুমতি প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১৫	:	বিবিধ

বিবিধ আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন

বিবিধ আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) "মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিশেষ কর্মসূচী" খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেটে "মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিশেষ কর্মসূচী" খাতে ১.০০ (এক কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। সরকার ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে মশক নিধান ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে ব্যয় নির্বাহের জন্য ৭.৫০ (সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে "মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিশেষ কর্মসূচী" খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে "ভূমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন" খাতে বরাদ্দকৃত ১৫.০০ (পনের কোটি) টাকা হতে ৭.৫০ (সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পুন:উপযোজন করে "মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিশেষ কর্মসূচী" হতে বরাদ্দ ৮.৫০ (আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, অদ্য পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন খাতে কোন অর্থ ব্যয় হয় নাই। ভূমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন খাত হতে ৭.৫০ (সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পূনঃউপযোজন করে "মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিশেষ কর্মসূচী" খাতের বাজেট বৃদ্ধি করে ৮.৫০ (আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা করার সদয় অনুমোদন করার বিষয়ে সকল সম্মানিত কাউন্সিলর একমত পোষণ করেন।	ভূমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন খাত হতে ৭.৫০ (সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পুন:উপযোজন করে "মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বিশেষ কর্মসূচী" খাতের বাজেট বৃদ্ধি করে ৮.৫০ (আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
(খ) "ঋণ পরিশোধ/ডিএসএল/মামলা সংক্রান্ত" খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাজেটে "ঋণ পরিশোধ/ডিএসএল/মামলা সংক্রান্ত" খাতে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তিনটি পাইকারী কাঁচা বাজার নির্মাণ (মহাখালী, আমিন বাজার ও যাত্রাবাড়ী) শীর্ষক প্রকল্পে সরকারী অর্থায়নে এবং সেলামী বাবদ আয়কৃত অর্থ থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রকল্পে অর্থায়ন করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা ছিল। ডিএনসিসি'র জামানত তহবিল হতে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করে উক্ত প্রকল্পে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেলামী বাবদ প্রাপ্ত টাকা হতে উল্লিখিত ঋণ সমন্বয় করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সোলার এলইডি টাইপ স্ট্রিটলাইট ও সোডিয়াম বাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের বিএমডিএফ (Bangladesh Municipal Development Fund) এর অর্থায়নে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত অর্থায়নের মধ্যে ঋণ ছিল সুদসহ ০.৬৭ (সাতষট্টি লক্ষ) টাকা। ঋণ পরিশোধ খাতের আওতায় কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ চলমান রাখার জন্য "ঋণ পরিশোধ" খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাজেটে সালামী ফেরত খাতে ৪.০০ (চার কোটি) টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত খাতে অদ্য পর্যন্ত=৫০,৯৫৩/-(পঞ্চাশ হাজার নয়শত	সেলামী ফেরত খাত হতে ১.০০ (এক কোটি) টাকা পুন:উপযোজন করত: "ঋণ পরিশোধ" খাতের বাজেট বৃদ্ধি করে ৬.০০ (ছয় কোটি) টাকা করার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
তেপ্পান্ন) টাকা ব্যয় হয়েছে। সালামী ফেরত খাত হতে ১.০০ (এক কোটি) টাকা পুন:উপযোজন করে "ঋণ পরিশোধ" খাতে বাজেট ৬.০০ (ছয় কোটি) টাকা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে বর্তমানে বিএমডিএফ অর্থায়নে (৮৪.৫০ কোটি টাকা) "সমন্বিত ঢাকা শহর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই বিএমডিএফ এর ঋণ পরিশোধ চলমান রাখা প্রয়োজন। সেলামী ফেরত খাত হতে ১.০০ (এক কোটি) টাকা পুনঃউপযোজন করে "ঋণ পরিশোধ" খাতের বাজেট বৃদ্ধি করে ৬.০০ (ছয় কোটি) টাকা করার সদয় অনুমোদন করার বিষয়ে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর একমত পোষণ করেন।		
গ) পার্কের নামকরণ : উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টর পার্কটি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য এবং সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন এর নামে নামকরণ করণের প্রস্তাব করা হয়। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	উত্তরা ৭ নম্বর সেক্টর পার্কটি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য এবং সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন এর নামে নামকরণের সুপারিশ গৃহীত হয় এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ১৮.৫ ধারা অনুসারে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
ঘ) সড়কের নামকরণ : আগারগাঁও সাইকেল লেনসহ নবনির্মিত ১০ কিঃমিঃ রাস্তাটি বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক স্থাপত্যকর্মের স্রষ্টা ও বাংলাদেশে শুদ্ধ স্থাপত্য নির্মাণ ও চর্চার পথিকৃৎ স্থপতি আচার্য মাজহারুল ইসলাম এর নামে নামকরণের প্রস্তাব করা হয়। উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	আগারগাঁও সাইকেল লেনসহ নবনির্মিত ১০ কিঃমিঃ রাস্তাটি বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক স্থাপত্যকর্মের স্রষ্টা ও বাংলাদেশে শুদ্ধ স্থাপত্য নির্মাণ ও চর্চার পথিকৃৎ স্থপতি আচার্য মাজহারুল ইসলাম এর নামে নামকরণের সুপারিশ গৃহীত হয় এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ১৮.৫ ধারা অনুসারে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
ঙ) মহিলা বাস সার্ভিস চালুকরণ ও উন্নয়নমূলক কাজ তরান্বিত করণ : ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মাসুম গণি প্রগতি সরণী রোডে মহিলাদের জন্য স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি তার এলাকায় ৩টি ফুট ওভারব্রীজসহ উন্নয়ন	১. প্রগতি সরণী রোডে মহিলাদের জন্য স্পেশাল বাস সার্ভিস চালু করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে আগামী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. ফুটওভার ব্রীজসহ অন্যান্য	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

বিবিধ আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
কাজসমূহের বর্তমান অবস্থা সভায় উপস্থাপন করেন এবং উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করারও অনুরোধ জানান।	উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।	
চ) কচুরিপানা পরিস্কার : সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শাহনাজ পারভীন বলেন, খিলক্ষেত এলাকায় কমবেশী ২০০টির মতো ডোবা রয়েছে৷ এসকল ডোবার কচুরিপানা পরিস্কার করা না হলে মশার উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি পাবে৷ তিনি সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পর্যায়ে সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও পরিচ্ছন্ন পরিদর্শকদের কচুরিপানা পরিস্কার করার কর্মপরিকল্পনা তৈরীর অনুরোধ জানান। ৫৩ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন বলেন, তার এলাকায় প্রায় ৪০টা ডোবায় কচুরিপানা রয়েছে, এসব কচুরিপানা পরিস্কার করা না হলে মশার উপদ্রব হতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবেনা।	১. অঞ্চল ভিত্তিক কচুরিপানা পরিস্কারের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. প্রতিটি ওয়ার্ডে জরুরি ভিত্তিতে ডোবা থেকে কচুরিপানা পরিস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করা হয়।	১. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি ২. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল-১-১০, ডিএনসিসি। ৩. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল-১-১০, ডিএনসিসি
ছ) রাস্তা প্রশস্তকরণ : সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শাহনাজ পারভীন সভায় আরও অবহিত করেন যে, খিলক্ষেত রেলগেট প্রশস্ত না হওয়ায় এলাকার জনগন রেলগেটের ভিতরের প্রশস্ত রাস্তার সুবিধা ভোগ করতে পারছেন না। তিনি এলাকার জনগণের সুবিধার্থে খিলক্ষেত রেলগেট প্রশস্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।	বর্ণিত রাস্তাটি প্রশস্তকরণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. প্রধান প্রকৌশলী, ডিএনসিসি ২. প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ডিএনসিসি
জ) রাস্তার ভাঙা স্ল্যাব পরিবর্তন : সংরক্ষেত আসন-১৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব জাকিয়া সুলতানা ও ১৪ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ বলেন, তাঁদের স্ব স্ব এলাকায় অনেক রোডের স্ল্যাব ভাঙা অবস্থায় রয়েছে৷ এসব স্লাব দ্রুত পরিবর্তন করার অনুরোধ জানান।	দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাস্তার ভাঙ্গা স্লাব পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১. প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
ঝ) অস্থায়ী মশক কর্মী : সংরক্ষিত আসন-৫ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব রাজিয়া সুলতানা ইতি বলেন, মশক নিধন কাজের জন্য সাধারণ ওয়ার্ডের প্রত্যেক সম্মানিত কাউন্সিলরদের ৩০ জন করে জনবল দেয়া হয়েছে৷ তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডে থেকে ৩ জন করে মশককর্মী সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের সাথে কাজ করতে দেয়ার অনুরোধ জানান৷ সংরক্ষিত আসনের সকল কাউন্সিলর এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	মশক নিধন কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য মশককর্মী বিভাজনের বিষয়ে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা/নির্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রদান করা হবে।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: আতিকুল ইসলাম)
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা।

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.০০৪.১৫.- ৫৪১

তারিখঃ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ / ২৪ নভেম্বর ২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ..../সংরক্ষিত আসন নং ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. ...., বিভাগীয় প্রধান (সকল),
৫. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. ...., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৮. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. সিস্টেমস এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১১. অফিস কপি।

24/11/22

(রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া)
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।